বাংলাদেশের সকল সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত যুবক-যুবতীর কাছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) বিষয়ক তথ্য

পলিসি ব্রিফ (সংক্ষিপ্ত নীতিমালা)

প্রস্তুতকরণে: ম্যানিনিয়নড্যানিয়েলস নলেজ ফ্যাসিলিটেটর টিম, আগস্ট ২০২০

সারসংক্ষেপ

বাংলাদশে যুব-বয়সীগন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) বিষয়ক তথ্য ও সবো খুব সীমতি আকার পেয়ে থাকে বিধায় উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যুব-বয়সীদরে জন্য এসআরএইচআর কর্মসূচির পরকিল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদরে যুব-বয়সীদরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদাগুলো জানা ও বোঝার পাশাপাশি এই বিষয়কে ঘিরে তাদরে মনে যে ধরনরে কলঙ্কতি ও অপমানতি হওয়ার ভয়, লজ্জা ও গ্লানি কাজ করে সেই বিষয়গুলোও বিস্তারিতভাবে জানা দরকার।

কর্মসূচির পরকিল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদরে বুঝতে হবে যে যুব-বয়সীদরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদাগুলো কি ধিরনরে, পাশাপাশি এই বিষয়কে ঘিরে ভয়, লজ্জা ও গ্লানি কিংবা অপমানতি হওয়ার যে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে তা নিয়ে ওদরে ভাবনা এবং এরা এটাকে কিভাবে মোকাবেলা করতে চায়।

এই প্রক্ষোপটকে সামনে রেখে এন ডব্লিউ ও-ডব্লিউ ও টি আর ও (NWO-WOTRO) সায়েন্স ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট-এর সহযোগিতায় বাংলাদশে ২০১৫-২০১৮ সময়কালে পাঁচটি গবষেণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। এই গবষেণাগুলোতে বাংলাদশে যুব-বয়সীদরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ এবং লজ্জা, গ্লানি ও সহিংসতার মতো সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার উপায়গুলো খোঁজা হয়েছে। গবষেণাগুলোর মধ্য দিয়ে কতগুলো উদ্ভাবনী শিক্ষামূলক টুলস বা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও 'সাইকোড্রামা' ব্যবহার করে যুব-বয়সীদরে কাছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দিবে।

যুব-বয়সীদরে জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করা

যুব-বয়সীদরে কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা

দায়িত্বশীলদরে সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়ন করা

গবষেণা প্রকল্পগুলোর ফলাফল থেকে জানা যায় যে, যুব-বয়সীরা তাদরে নিজেদরে শরীর সম্পর্কে খুব কম জানে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ঘিরে তাদরে মধ্যে এক ধরনরে কলঙ্ক ও গ্লানিজনিত ভাবনা কাজ করে এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদরে মধ্যে ভুল ধারণাও রয়েছে। এছাড়াও, যুব-বয়সীদরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানানোর ক্ষেত্রে মা-বাবা ও শিক্ষকরা অনেকটাই অক্ষম। সর্বোপরি, এই কারণগুলোই যুব-বয়সীদরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।

নিচে সুপারিশগুলো উল্লেখ করা হলো:

যুব-বয়সীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করা

গবেষণায় যুব-বয়সীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক তথ্য ও সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে তাদের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, বেনামী/ ছদ্মনামা ও টেকসই নিরাপদ

স্থান বা সুযোগ তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, যুব-বয়সীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখে আকর্ষণীয় কোন ডিজিটাল মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট দক্ষতা-ভিত্তিক জ্ঞান পেতে আগ্রহী।

যুব-বয়সীদের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) বিষয়ে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে হলে বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকল যুব-বয়সীদের চাহিদাগুলো বুঝতে পারা এবং তাদেরকে এসআরএইচআর কার্যক্রম প্রণয়নে সম্পৃক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দায়িত্বশীলদের সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়ন করা

যুব-বয়সীদের মধ্যে ইতিবাচক আচরণের বিকাশ এবং তাদের সমস্যাগুলো ও প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক স্থান বা সুযোগ তৈরি করতে পরিবার ও সমাজের দায়িত্বশীলদের (মা-বাবা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারী প্রমুখ) এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

> আমাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে অসহায়বোধ করা ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা ও সাহস যোগানো, যাতে তারা বিশ্বস্ত কারো কাছে নিজেদের মনের কথাটা খুলে বলে; আর এভাবেই তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপটি নিতে পেরেছিল।
>
> আনুশকা জাফর — ডিজিটাল সিস্টার প্রকল্প

এই পলিসি ব্রিফিং প্রাথমিক উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হলো এসআরএইচআর কর্মসূচির পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীগণ। এই ব্রিফিং যুব-বয়সীদের জন্য এসআরএইচআর কর্মসূচি প্রণয়ন/বাস্তবায়নকালে অবশ্যই বিবেচ্য মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও পলিসি ব্রিফিং থাকা বিষয়বস্তু থেকে নীতি নির্ধারকগণ যুব-বয়সীদের জন্য এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন, এবং অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যকতা বুঝতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের ১৫ কোটি ৮৫ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ শতাংশ বা প্রায় ৪ কোটি ৭৬ লাখ হলো যুব-বয়সী, যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর (ইউএনএফপিএ, ২০১৪)। বিশাল এই জনগোষ্ঠী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়ার সীমিত ব্যবস্থার কারণে উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই বাস্তবতা শহর কিংবা পল্লী এলাকায় বসবাসকারী গরিব-ধনী নির্বিশেষে সকল যুব-বয়সীর জন্য প্রযোজ্য। এই সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করছে দ্রুত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ এবং সেই সুবাদে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কারণে। এই প্রেক্ষাপটে যুব-বয়সীরা কী চায় এবং কীভাবে বাংলাদেশের সমাজে অনেকটাই আলোচনা-নিষিদ্ধ বিষয় যৌনতা, যৌন শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবাগুলো তারা পেতে পারে সেই বিষয়ে ধারণা খুবই সীমিত।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যৌনতাকে কঠোরভাবে লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। যৌনতার বিষয়ে এক ধরনের নীরবতা পালন করা হয় এবং পুরুষত্ব ও নারীত্ব-কে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ হয়, যা উভয় জেন্ডারের জন্য ক্ষতিকর। এই অবস্থায় বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও অনিরাপদ গর্ভপাত এখনো অনেক বেশি। যুব-বয়সীরা যৌন হয়রানি, সহিংসতা ও পাচারের শিকার হচ্ছে। সবমিলিয়ে, বাংলাদেশের তরুণ-তরুনীদেরদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে আন্তর্জাতিকভাবে সংজ্ঞায়িত এসআরএইচআর-এর ধারণার মধ্যে বিস্তর অমিল রয়ে গেছে।

কৈশোরের বা বয়ঃসন্ধিকালের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ একাধিক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিশু অধিকার সনদ, আইসিপিডি (বাংলাদেশ এই আইনের অন্যতম প্রবক্তা), বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এসডিজি। দেশে কৈশোরকালের এসআরএইচআর-কে সমর্থন করে এমন বেশ কয়েকটি আইনও রয়েছে (যেমন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন)। এছাড়াও বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় শিশু নীতি, শিক্ষা নীতি, পুষ্টি নীতিসহ বিভিন্ন নীতিতে বয়ঃসন্ধিকালের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারসহ অন্যান্য বিষয়কে জোরালোভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে, জাতীয় বয়ঃসন্ধিকালের স্বাস্থ্য কৌশল (২০১৭-২০৩০) অনুসরণ করা হচ্ছে। এই স্বাস্থ্য কৌশল ২০০৬ সালে প্রণীত বয়ঃসন্ধিকালের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কৌশলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কৌশলের অধীনে কিশোর-কিশোরী বান্ধব স্বাস্থ্য-সেবাপ্রদান দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান কৌশলটি আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং এতে ২০৩০ সালের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণসহ সকল কিশোর-কিশোরী যাতে একটি সুস্থ ও আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী পরিবেশ তৈরির যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মানবাধিকার নীতিমালার ভিত্তিতে, এবং কিশোর-বয়সীদের সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এই কৌশলের প্রথম স্তম্ভটি হলো- বয়ঃসন্ধিকালের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর), এবং এর লক্ষ্য হলো একটি কার্যকর সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা, সমন্বিত যৌন শিক্ষা একীভূত ও জোরদার করা এবং প্রমাণভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এসআরএইচআর উন্নত করা। বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিশোর-বয়সীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ ও নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীসহ চলমান পঞ্চ-বার্ষিক জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে জোরালোভাবে একীভূত করা হয়েছে। সরকার ছাড়াও, একটি বিড় সংখ্যক এনজিও এবং বেসরকারি খাতের কিছু সংস্থা কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের নীতিমালা ও কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে কাজ করছে।

কার্যপদ্ধতি

নীতি সংক্রান্ত এই নথিটি (পলিসি ব্রিফ) তৈরি করা হয়েছে এসআরএইচআর সংক্রান্ত পাঁচটি গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে। ২০১৫-২০১৮ সময়কালে এনডব্লিউও-ডব্লিউওটিআরও এসআরএইচআর বিষয় নিয়ে তিনটি দেশে পরিচালিত গবেষণা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এই বিষয়ের উপর পাঁচটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের যুব-বয়সীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকতর জেনে তাদের বাস্তবজীবনে তিনটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে অবদান রাখা। এই তিনটি ক্ষেত্র হলো - তাদের জীবনের বাস্তবতায় সহায়ক উপাদানসমূহ ও বাধাসমূহ খুঁজে বের করা, তথ্য ও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশগম্যতা দেখা, এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অর্থাৎ তারা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা নিরূপন করা।

পাঁচটি প্রকল্পের সবকয়টিতে (সারণি-১) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল মধ্যম থেকে নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠী এবং গবেষণাগুলো মূলত গুণগত পদ্ধতিতে করা হয়েছে, সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে পরিমাণগত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম তৈরি ও সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে চারটি প্রকল্প ছিল সত্য-অনুসন্ধানমূলক - শহরের যুব-বয়সীরা কীভাবে অনলাইনে এসআরএইচআর সম্পর্কিত তথ্য খোঁজে (ডিজিটাল সিস্টার), উদ্ভাবনী শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করে 'লজ্জা' কাটিয়ে উঠার উপায়গুলো খুঁজে বের করা, যা কার্যকর এসআরএইচআর প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করে (ব্রেকিং দ্য শেইম), পুরুষতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী ক্ষতিকর নিয়মাবলী, এসআরএইচআর-কে ঘিরে থাকা কলঙ্ক এবং নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মধ্যকার যোগসূত্রগুলো কী (ক্যাম্পাস হিরো ক্যাফে), এবং শহুরে পরিবেশে বসবাসকারী কর্মজীবী ঝুঁকিপূর্ণ নারী অভিবাসীরা কীভাবে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও যৌন-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে (মাইগ্রেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড)। পঞ্চম প্রকল্পটির মাধ্যমে শহরের বস্তিতে বসবাসকারী যুব বয়সীদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন চর্চাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সাইকোড্রামা বা দলীয় কার্যক্রমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে (সাইকোড্রামা)। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রকল্পে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য উদ্ভাবনী অনলাইন ডিজিটাল/ভিজুয়াল টুলস-ভিত্তিক কার্যক্রম তৈরি ও বাস্তবায়ন করে সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। ডিজিটাল মিডিয়া নির্বাচন করার মূল কারণ হলো যুব-বয়সীরা গোপনীয়তা বজায় রেখে ও বেনামে (পরিচয় গোপন রেখে) ব্যবহারের সুযোগ থাকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পছন্দ করে এবং এতে তাদের প্রবেশগম্যতা রয়েছে। প্রকল্পগুলো দেশী গবেষণাদল, স্থানীয় নীতি ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়াম দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সারণি ১: প্রকল্পের সংখ্যা ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	প্রকল্পের শিরোনাম
ব্রেকিং দ্য শেইম	ব্রেকিং দ্য শেইম। টুয়ার্ডস ইম্প্রুভিং এসআরএইচআর এডুকেশন ফর এডোলেসেন্টস অ্যান্ড ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ
ক্যাম্পাস হিরো ক্যাফে	দ্য ক্যাম্পাস হিরো ক্যাফে: এনগেজিং ইয়াং মেন অ্যান্ড বয়েজ ইন দ্য প্রমোশন অফ সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস অ্যান্ড দ্য প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ
ডিজিটাল সিস্টার	ডিজিটাল সিস্টার ফর আরবান ইয়ুথ: ইউজিং নিউ টেকনোলজি ফর ইফেক্টিভ এসআরএইচআর কমিউনিকেশন ফর আরবান ইয়ুথ অফ বাংলাদেশ
মাইগ্রেশন অ্যান্ড লাইভলিহুডস	মাইগ্রেশন, লাইভলিহুডস অ্যান্ড এসআরএইচআর: এ ট্রিপল কেস-স্টাডি অফ ইয়াং ফিমেল মাইগ্র্যান্টস (ওয়াইএফএম) ইন ঢাকা, বাংলাদেশ
সাইকোড্রামা	সাইকোড্রামা অ্যাজ ট্রান্সফরমেটিভ ইন্টারভেনশন ইন দ্য এসআরএইচআর অফ ইয়াং মেন ইন আরবান স্লামস ইন ঢাকা; প্রুফ অফ এ নভেল এপ্রোচ

সারণিতে উল্লেখিত প্রকল্পের ওয়েবসাইট থেকে প্রতিটি প্রকল্প সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রকাশনার তালিকা পাওয়া যাবে।

উপলব্ধ জ্ঞান/ প্রকল্পের মূল ভাবনা

শহরের যুব-বয়সীরা তাদের শরীর ও বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজেদের শরীরের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হয় সে সম্পর্কে জানে না। যুব-বয়সীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্রমে যৌন শিক্ষার অনুপস্থিতি, যুব-বয়সীদের সাথে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার ক্ষেত্রে মা-বাবা ও শিক্ষকদের দিক থেকে অনিচ্ছুক মনোভাব কিংবা তাদের অক্ষমতা এবং চিকিৎসা পেশাজীবীদের অভ্যাসগত পক্ষপাত।

এছাড়াও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়কে ঘিরে 'লজ্জা' ছাড়াও কলঙ্ক, নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া, এবং বিভিন্ন ধরনের কল্পকথা প্রচলিত থাকায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অনেকেই স্বস্তিবোধ করেন না, ফলে যুব-বয়সীদের পক্ষে সঠিক তথ্য ও উপযুক্ত সেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। লজ্জা বা কুন্ঠা-কে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রায়স বড়দের প্রতি ছোটদের সম্মান প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। ফলে, 'লজ্জা' যুব-বয়সী এবং তাদের মা-বাবা, শিক্ষক ও অন্যান্য মুরব্বিস্থানীয় মানুষদের মধ্যে তথ্য দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব তৈরি করে। তথ্যের

ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা যায় পুরুষের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, সাইবার হয়রানি এবং যুব-বয়সীদের এসআরএইচআর বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে মা-বাবার অনীহা ও অসামর্থ্যতা।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে দেখা বা কলঙ্কিত করার কারণে যুব-বয়সীরা বিশেষ করে পুরুষরা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও ক্ষতিকর চর্চায় জড়ায়। যৌন আচরণ সম্পর্কে আদর্শ ও ইতিবাচক সঠিক তথ্যের অভাবে পুরুষদের মধ্যে উচ্চ-হারে পর্ণোগ্রাফি বা নীল ছবি দেখার ঘটনা ঘটে। এই জাতীয় যৌন ছবি ও ভিডিও দেখার কারণে অনেকক্ষেত্রে যুব-বয়সীরা নিজেরাও ক্ষতিকর যৌন চর্চা, আচরণ ও মনোভাব ধারণ করতে শুরু করে।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ভিন্নতা রয়েছে। সেবাদানকারী, মা-বাবা ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মানুষদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সীমিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে; কখনো কখনো তাদের ধারণাগুলো (উপলব্ধিগুলো) এসআরএইচআর বিষয়ে সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত বিশ্বাস ও ভুল ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেবাদানকারীরা প্রায়শ সামাজিক রীতি-নীতিগুলোকে চিকিৎসা পরামর্শ হিসেবে চালিয়ে দেন, এবং তারা অবিবাহিত যুব-বয়সীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকে সময় অনিচ্ছুক থাকেন। ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কারণে বয়ঃসন্ধিকালে এসআরএইচআর বিষয়ক শিক্ষা পাওয়ার মানবাধিকারের সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে মেলানোর চেষ্টা করার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এসব কারণে যুব-বয়সীরা এসআরএইচআর বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষগুলো যেমন তাদের শিক্ষক/গুরুজন, পাঠ্যক্রম ও ডিজিটাল মাধ্যম ইত্যাদি থেকে পরস্পরবিরোধী বার্তা পায়, যা তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি তৈরি করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসআরএইচআর তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র বা উৎস নেই। এই অবস্থায় তরুণ প্রজন্ম যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে হিমশিম খাচ্ছে। তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো যেমন হয়রানি, তীব্র আবেগময় পরিস্থিতি, ও সাইবার বুলিং বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানসিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো মোকাবেলায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে যুব-বয়সীদের কাছে সহজেই এসআরএইচআর বিষয়ক সঠিক তথ্য কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো ডিজিটাল/অনলাইন মিডিয়া, যেখান থেকে যুব-বয়সীরা নিজেদের পরিচয় ও গোপনীয়তা বজায় রেখে এসআরএইচআর বিষয়ক তথ্য দরকারি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ বস্তুনিষ্ঠতা, সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে পেতে পারে। তাছাড়া, যুব-বয়সীরা তাদের সতীর্থ/সহপাঠী/সমবয়সী এবং/অথবা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত এসআরএইচআর বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতে পছন্দ করে।

এসআরএইচআর বিষয়ক কার্যক্রম প্রণয়নকালে একটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুব-বয়সীদের প্রেক্ষাপট বা চিন্তাভাবনা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বেশ কয়েকটি অ্যাপস/টুলস তৈরি করা হয়েছিল, যা জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকগণ কার্যক্রম প্রণয়নকালে যুব-বয়সী গ্রুপগুলোর ভিন্নতাগুলোকে শনাক্ত করে তাদের চাহিদাগুলো জেনে নিয়েছিলেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যক্রম সাজিয়েছিলেন। ফলে প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এসআরএইচআর বিষয়ক সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (উদাহরণস্বরূপ প্রজনন স্বাস্থ্যের শরীর-বিদ্যা/দেহতত্ত্ব) দেয়ার পরিবর্তে বাংলাদেশী যুব-বয়সীদের চাহিদা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট, দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান যেমন, কীভাবে কনডম ব্যবহার করতে হবে, ভুল ও মিথ্যা ধারণাগুলো দূর করা, কিংবা সাইবার বুলিং মোকাবেলার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

যুব-বয়সীদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করা যা নির্ভরযোগ্য, প্রবেশগম্য, পরিচয় গোপন রেখে ব্যবহার করা যায়, এবং টেকসই

ডিজিটাল মিডিয়া ও প্ল্যাটফর্মগুলো এসআরএইচআর বিষয়ক সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া এবং এই বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জনের জন্য একটি আকর্ষণীয় কার্যকর উপায়। এই ধরনের মাধ্যমগুলো একদিকে আকর্ষণীয় ভিজুয়াল/ডিজাইনের কারণে যুব-বয়সীদের যুক্ত হতে আকর্ষণ করে, আবার অন্যদিকে, যুব-বয়সীরা তাদের কাঙ্খিত গোপনীয়তা বজায় রেখে এসআরএইচআর বিষয়ক তথ্য ও বন্ধু/সতীর্থদের সাথে যোগাযোগে করার সুযোগ পায়। এসআরএইচআর সেবাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে যুব-বয়সীদের পরিচয় গোপন রাখা/বেনামে সেবা পাওয়া নিশ্চিত করা তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা এই ধরনের সেবাগুলো নিতে গিয়ে প্রায়শ কলঙ্কিত কিংবা নিন্দার শিকার হন, যা বিবাহিত নারী-পুরুষের বেলায় ঘটে না। এই অবস্থায়, এসআরএইচআর নীতিমালা অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া দরকার, যাতে করে কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে যুব-বয়সী সকলে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, জ্ঞান ও সেবা পেতে পারেন।

এসআরএইচআর বিষয়ক কর্মসূচি ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যুব-বয়সীদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা

যুব-বয়সী তরুণ প্রজন্ম তাদের চাহিদাগুলো মোকাবেলায় সুস্পষ্ট ও দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান পেতে পছন্দ করে। হৃদয়ঘটিত বা প্রেমের সম্পর্কে ভাঙ্গন, প্রত্যাখান, বুলিং বা উত্ত্যক্ত করা, এবং বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে যুব-বয়সীরা তীব্র আবেগের মুখোমুখি হতে পারে যার সাথে খাপ খাওয়ানো তাদের পক্ষে কঠিন হতে পারে। এই অবস্থায় কীভাবে পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে সেই কৌশলগুলো ও সহায়তা পাওয়ার উপায়গুলো তাদেরকে জানানো দরকার। এক্ষেত্রে ভিজুয়াল মিডিয়া অর্থাৎ গ্রাফিককস, ভিডিও এবং নাটক ইত্যাদি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। এসআরএইচআর বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলো ডিজিটাল ও ভিজুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশী তরুণ প্রজন্মকে কার্যকরভাবে জানানোর জন্য গবেষণালব্ধ কৌশলগুলো ব্যবহার করা উচিত্।

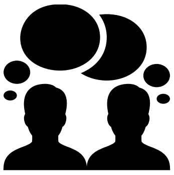

মা-বাবা, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়ন করা, যাতে করে তাঁরা যুব-বয়সীদের মধ্যে ইতিবাচক এসআরএইচআর আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারেন

এসআরএইচআর নিয়ে সমাজে বিরাজমান শক্তিশালী কল্পকাহিনী ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, একে 'লজ্জা'-র বিষয় হিসেবে গণ্য করা, এবং বিষয়টি নিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেকার দৃশ্যমান দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে সমাজের যুব-বয়সীরা এসআরএইচআর নিয়ে দ্বিধান্বিত ও বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মুরব্বিদের মধ্যে এসআরএইচআর বিষয়ে জ্ঞান ও বোঝাপড়া তৈরি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে তাদের কাছ থেকে যুব-বয়সীরা তাদের এসআরএইচআর সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা পায়।

যুব-বয়সী নারী ও পুরুষদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের উপযোগী ও চাহিদামাফিক তথ্য দিতে এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর দেয়ার জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করতে ব্যয়-সাশ্রয়ী ও কমিউনিটি বা গোষ্ঠী-ভিত্তিক মনোসামাজিক শিক্ষা কার্যক্রমের কথা ভাবা যেতে পারে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক গবেষণা কর্মসূচি

ডাচ উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নীতি-ক্ষেত্র হলো এসআরএইচআর। নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসআরএইচআর বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি জোরদার করার জন্য শেয়ার-নেট

ইন্টারন্যাশনাল নামে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) বিষয়ক একটি নলেজ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় এনডব্লিউও-ডব্লিউওটিআরও-এর এসআরএইচআর বিষয়ক গবেষণা কর্মসূচিকে অর্থায়ন করছে।

এসআরএইচআর গবেষণা কর্মসূচির অধীনে গবেষণার বিষয়বস্তু কী হবে সেটা নির্ধারিত হয় নলেজ প্ল্যাটফর্মের চাহিদার ভিত্তিতে; আবার, নলেজ প্ল্যাটফর্মের চাহিদা নির্ধারিত হয় এসআরএইচআর নলেজ প্ল্যাটফর্মের অংশীদার বা এর কর্মক্ষেত্র- তিনটি দেশের সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে। সার্বিকভাবে, নলেজ প্ল্যাটফর্ম এসআরএইচআর সংক্রান্ত নলেজ বা জ্ঞানের চাহিদা শনাক্তকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ, গবেষণার জন্য প্রশ্নাবলী প্রণয়ন এবং জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে।

এনডব্লিউও-ডব্লিউওটিআরও গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও গবেষণা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রমগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে শেয়ার-নেট ইন্টারন্যাশনাল ও শেয়ার-নেট এর দেশীয় কেন্দ্রগুলোকে সহযোগিতা করে থাকে।

গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবনাগুলো স্বতন্ত্র পিয়ার রিভিউ এবং ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজরি কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা শেষে নির্বাচন করা হয়েছিল। তহবিল সরবরাহকারী অংশীদারদের প্রতিনিধিসহ গঠিত প্রোগ্রাম কমিটি প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এনডব্লিউও-ডব্লিউওটিআরও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের পক্ষে কাজ করে এবং এই সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে। এই ধরনের গবেষণা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক সমাজে বিজ্ঞানের অবদানকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে। এনডব্লিউও-ডব্লিউওটিআরও ডাচ রিসার্চ কাউন্সিল (এনডব্লিউও)-এর অংশ।